44

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... AUG 3 1999
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রদলকে বিতাড়ন করেছে শিবির

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংবাদদাতা ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দীর্ঘ দু বছর পর ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা আবার সশস্ত্র মহড়া দেয়া শুরু করেছে।

বুধবার রাতে সশস্ত্র শিবির ক্যাডাররা ছাত্রদলসহ অন্য প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের আবাসিক হলগুলো থেকে বের করে দিয়েছে। শিবির ক্যাডাররা হলে অবস্থান নিয়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অনেকে আতঙ্কে হল ছেড়ে চলে গেছে নিরাপদ স্থানে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, ক্যাম্পাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও অন্য সূত্রগুলো জানায়, বুধবার রাত ন'টার দিকে ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা ডঃ শামসুজ্জোহা হল শাখা ছাত্রদলের সভাপতি আতিকের ২২৩ নং কক্ষে যায় এবং তাকে মারধর করে। এ সময় তারা জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতা জহুরুল, আবদুল্লাহ, বকরসহ অর্ধশত ছাত্রদল নেতা-কর্মী ও সমর্থককে হল থেকে বের করে দেয়।

সূত্র মতে, একই সময়ে শিবির ক্যাডাররা জিয়া, সোহরাওয়ার্দী, শেরে-ই-বাংলা হলেও ছাত্রদল ও অন্য প্রগতিশীল নেতা-কর্মীদের খুঁজতে থাকে এবং তাদেরও হল থেকে বের করে দেয়।

ছাত্র শিবিরের এই আকস্মিক অভিযানের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো থেকে সাধারণ ছাত্ররা রাতেই সরে পড়ে। বৃহস্পতিবার অনেক ছাত্রছাত্রীকে হল ছেড়ে চলে যেতে দেখা গেছে। বুধবার রাত থেকেই আবাসিক হলগুলোতে ছাত্রশিবিরের বহিরাগত সশস্ত্র ক্যাডাররা অবস্থান করছে এবং হলগুলো তাদের দখলে রেখেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোখলেসুর রহমান 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যায় টুকিটাকির সামনে ছাত্রদল কর্মীরা ফারুক নামে এক শিবির কর্মীকে মারধর করে। তিনি ছাত্রদল নেতা-কর্মীদেরকে বের করে দেয়ার কথা স্বীকার করে জানান, পরে তারা হলে ফিরে গেছে। বর্তমানে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

শিবিরের হামলায় আহত ছাত্রদল নেতা আতিককে বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে ভর্তি করা হয়েছে। ছাত্রদল নেতা লিখন জানান, শিবির ক্যাডাররা হলে হলে অবস্থান করছে, তাই ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা হলে ফিরতে পারছে না।

১৯৯৭ সালের ২৬শে এপ্রিল ক্যাম্পাসে ছাত্র শিবির ক্যাডাররা নজিরবিহীন তাণ্ডব ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। এরপর ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি ছিল ভাল এবং ক্যাম্পাস থেকে ছাত্র শিবির বিতাড়িত হয়।